বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১০ ডিসেম্বর ২০০৬

দারিদ্র্যকে ইতিহাসে পরিণত করার অভিযান আমাদের সমাজের প্রধান নৈতিক চ্যালেঞ্জ। সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ দেখাতে পারে।

বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হল মৌলিক মানবাধিকার । যথা: সম্মানজনকভাবে জীবনযাপনের অধিকার, খাদ্য ও অত্যাবশকীয় স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার, শিক্ষা ও সম্মানজনক চাকুরি লাভের সুযোগ, বা সব ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তি। তদুপরি তাদের দুর্বল অবস্থানের কারণে এ 'সার্বজনীন' অধিকার অর্জন ও রক্ষায় তারা সবচেয়ে বেশি অক্ষম। ফলে, যখন যেখানেই একজন পুরুষ, নারী বা শিশু চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়, তাদের মানবাধিকার হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

আমরা যদি মানবাধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে আমরা বঞ্চনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এ বছরের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের দাবি অনুসারে *"দয়া দেখিয়ে নয়, বরং কর্তব্য মনে করে"* আমাদেরকে অবশ্যই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিতে হবে।

আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে বিশ্বের না খেতে পাওয়া ও রোগব্যধিতে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এর সামান্যই মূল্য আছে, যতদিন পর্যন্ত না তাদের এ দুর্ভোগের কোন কার্যকর প্রতিকার হয়। আমাদের সকলেরই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, যখন একটি পুরো পরিবার এক ডলারের কম আয়ে জীবিকা নির্বাহ করে অথবা যখন একটি শিশু মৌলিক তদুপরি জীবন রক্ষাকারী স্বাস্থ্যসেবার অভাবে মৃত্যুবরণ করে তখন এ ঘোষণা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানবাধিকারের দৃষ্টি দিয়ে দারিদ্র্যকে দেখা আমাদের কাজ করার জন্য নৈতিক কতর্ব্যবোধকে বাড়িয়ে দেয়। এর আরো অন্যান্য উপকারিতাও রয়েছে। যেহেতু মানবাধিকারের রীতি-নীতি ব্যক্তির ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেয়, অধিকার ভিত্তিক অ্যাপ্রোচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ও তাদেরকে সক্ষম করতে সাহায্য করতে পারে। এটি সকল স্তরের নাগরিকদের তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অবস্থান লাভে সাহায্য করতে পারে। এটি সুস্থ ও টেকসই প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে যা আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতির আশা দেয়। এটি আমাদের সাফল্যকে কেবল আয়ের পরিমাণ দিয়ে নয়, বরং জনগণের একটি পরিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবন উপভোগের স্বাধীনতা দিয়ে পরিমাপ করতে উৎসাহিত করে।

আজ উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার হাতে হাত রেখে চলে; এর একটির অগ্রগতি ব্যতিত অন্যটি খুব বেশি দুর এগোতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যারা মানবাধিকারের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন কিন্তু মানব নিরাপত্তা ও মানব উন্নয়নের জন্য কিছুই করেন না তারা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও উদ্দেশ্য উভয়কেই প্রশ্নের সম্মুখীন করে। তাই আসুন আমরা এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে একস্বরে কথা বলি এবং অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি, সম্মানজনকভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতা যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে তা প্রকৃত অর্থে পৌঁছে দিতে কাজ করে যাই।

** ** **